رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাব্বানা আতিনা ফিদ-দু-নিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান-নার

হে রাব্বুল আলামিন! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যান দান করুন। এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন! [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২০১]

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি ওয়া-ফু আন্না ওয়াঘফির লানা ওয়াইরহামনা আন্তা মাওলানা ফানসুরনা আলাল-কওমিল কাফিরীন

হে রাব্বুল আলামিন! আমাদের উপর এমন গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিওনা যার ভার আমরা সইতে পারবনা। আমাদেরকে মাফ করুন এবং আমাদের ক্ষমা কবুল করুন। আমাদেরকে দয়া করুন। তুমিই আমাদের প্রভু এবং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়ী করে তোল। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২৮৬]

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

রাব্বানা ওয়ায-আলনা মুসলিমাইনা লাকা ওয়া মিন জুররিয়াতিনা উম্মাতান মুসলিমাতাল লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত-তাউয়াবুর-রাহীম

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার উপর আজ্ঞাবহ করুণ এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি করুণ, আমাদেরকে সঠিকভাবে ইবাদত করার পথ বলে দিন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনিই একমাত্র তওবা কবুলকারী!পরম দয়ালু! [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১২৮]

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম

হে আল্লাহ! আমাদের এই কাজটি কবুল করুণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১২৭]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

রাব্বানা লা তু-আখিধনা ইন-নাসিনা আউ আখতাও-না

হে দয়াময়! আমরা যদি কোন কারনে ভুলে যাই কিংবা ভুল করি আমাদের শাস্তি দিওনা। [সূরা আল-বাক্কারাহ, আয়াতঃ ২৮৬]

যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।

وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ؕ ﴿۲۴﴾

ওয়াকু র রাব্বির হামহুমা-কামারাব্বাইয়া-নী সাগীরা-।

‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’।

And lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say: My Lord! Bestow on them Your Mercy as they did bring me up when I was small.

বনী ইসরাইল আয়াত:২৪

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আততানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল-কিয়ামাহ ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি-আদ

হে আল্লাহ্! আপনি রাসুলগনের মাধ্যমে আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কবুল করুন। এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লজ্জিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করোনা অঙ্গীকার! [সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩]

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নারা ফাকাদ আখযাইতাহ ওয়া মা লিয-যালিমীনা ওয়া মা লিয-যালিমীনা মিন আনসার

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি তাকেই জাহান্নামে প্রেরন করবেন, যার উপর আপনি নাখোশ হবেন। এবং জালিম ও সত্যের পথ ভ্রষ্টরা আপনার করুনা পাবেনা। [সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৯২]

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রাব্বানা আফরিঘ আলাইনা সাব-রান ওয়া থাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল-কাউমিল-কাফিরিন

হে আল্লাহ! আমাদের ধৈর্য শক্তি বাড়িয়ে দাও, এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ কর এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়ী করে তোল। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২৫০]

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۙ ﴿٩٥﴾

ইন্না-কাফাইনা-কাল মুছতাহঝিঈন।

নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট।

Truly! We will suffice you against the scoffers.

আয়াতঃ ৯৫ Sura:Al hijar

قَالَ رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ۙ﴿۲۵﴾

কা-লা রাব্বিশরাহলী সাদরী।

মূসা বললঃ হে আমার রাব্ব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন,

[Musa (Moses)] said: O my Lord! Open for me my chest (grant me self-confidence, contentment, and boldness).

[25]

وَ یَسِّرۡ لِیۡۤ اَمۡرِیۡ ۙ﴿۲۶﴾

ওয়া ইয়াছছিরলীআমরী।

আমার কাজকে সহজ করে দিন,

And ease my task for me;

✓ সুরা ত্বহা

[26]

وَ احۡلُلۡ عُقۡدَۃً مِّنۡ لِّسَانِیۡ ۙ﴿۲۷﴾

ওয়াহলুল ‘উকদাতাম মিলিলছা-নী।

আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন,

And make loose the knot (the defect) from my tongue, (i.e. remove the incorrectness from my speech) [That occurred as a result of a brand of fire which Musa (Moses) put in his mouth when he was an infant].

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ
اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ
مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ﴿٨٠﴾

ওয়া কুররাব্বি আদখিলনী মুদ খালা সিদকিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিওঁ ওয়াজ'আলনী মিল্লাদুনকা ছুলতা-নান নাসীরা-।

আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে*। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'। * উত্তমভাবে প্রবেশ করাও অর্থাৎ সসম্মানে ও মর্যাদার সাথে মদীনায় প্রবেশ করাও এবং বের কর উত্তমভাবে অর্থাৎ মক্কা থেকে বের কর বিজয়ী বেশে। তাফসীরে শাওকানী। **বনী ইসরাইল,আয়াত:৮০**

And say (O Muhammad SAW): My Lord! Let my entry (to the city of Al-Madinah) be good, and likewise my exit (from the city of Makkah) be good. And grant me from You an authority to help me (or a firm sign or a proof).

وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

ওয়াকুর রাব্বি ঝিদনী 'ইলমা ত্বহা,আয়াত:১১৪

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ

وَ كَذٰلِكَ نُــۨجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۸﴾

ফাছতাজাবনা-লাহূওয়া নাজ্জাইনা-হু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযা-লিকা নুনজিল মু’মিনীন।

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। **sura:21:88**

رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚ ﴿٨٩﴾

রাব্বাহূরাব্বি লা-তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারিছীন।

আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ
মালিকানার অধিকারী'।

And (remember) Zakariya (Zachariah), when he cried to his Lord: O My Lord! Leave me not single (childless), though You are the Best of the inheritors.

আয়াতঃ ৮৯

فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

ع ٨٧

ওয়া যাননূনি ইযযাহাবা মুগা-দিবান ফাজান্না আল্লান নাকদিরা ‘আলাইহি ফানা-দাফিজজু লুমা-তি আল্লাইলা-হা ইল্লাআনতা ছুবহা-নাকা ইন্নী কুনতুমিনাজ্জালিমীন।

আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবনা; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিলঃ আপনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমালংঘনকারী।

And (remember) Dhan-Nun (Jonah), when he went off in anger, and imagined that We shall not punish him (i.e. the calamites which had befallen him)! But he cried through the darkness (saying): La ilaha illa Anta [none has the right to be worshipped but You (O Allah)], Glorified (and Exalted) are You [above all that (evil) they associate with You]. Truly, I have been of the wrong-doers.

[87]

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ
الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

ع
٨٣

ওয়া আইঁয়ুবা ইযনা-দা-রাব্বাহূআন্নী মাছছানিয়াদদু ররু ওয়া আনতা আরহামুররা-হিমীন ।

আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। **Sura:Ambia:83**

وَ أَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ

الْأَخْسَرِيْنَ ج ﴿٧٠﴾

ওয়া আরা-দূবিহী কাইদান ফাজা‘আলনা-হুমুল আখছারীন।

তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

Sura Ambia,Ayat:70

وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ٣٠

ওয়া আন্নাল্লা-হা হুওয়াল ‘আলিইয়ুল কাবীর।

আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান।